ইতিহাসের সোনালি আস্তিন

জুবায়ের রশীদ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ইতিহাসের সোনালি আস্তিন

জুবায়ের রশীদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

ইতিহাসের সোনালি আস্তিন

লেখক	জুবায়ের রশীদ
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহা. মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২৬০.০০ (দুইশো ষাট) টাকা মাত্র

ETIHASER SONALI ASTEEN
Writer. Jubayer Rashid.
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 260.00, US $ 05.00 only.

ISBN : 978-984-93222-8-3
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

উৎসর্গ

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী রশীদ আহমদ।
আমার অস্তিত্ব ও তরবিয়ত যার কাছে ঋণী।
সর্বোচ্চ আদর-ভালোবাসা দিয়ে যিনি
গড়ে তুলেছেন আমাকে।
সম্মানিত পিতার করকমলে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লেখকের কথা

গল্পকে আমি বলি—হৃদয় বোনার সুতা। সুঁইয়ের ভেতর দিয়ে চিকন সুতা যেমন বিন্দু-বিন্দু হয়ে বুনন করে অনিন্দ্য নকশী কাঁথা, তেমনি গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র নির্মাণ করে মানবহৃদে চেতনার সুরম্য প্রাসাদ—অতি সন্দর্পণে। বাবুই পাখি যেমন সবুজ পাতার বনে নির্মাণ করে তার নান্দনিক বাসগৃহ। প্রতিটি গল্প যেন বাবুই পাখির কুড়িয়ে আনা খড় টুকরো।

গল্পের চরিত্র যদি হয় কলুষিত, তাহলে চেতনা হবে কুৎসিত ও কালো, ধ্বংস ও বিরানের। মিথ্যের দুর্গন্ধ এবং পশুত্বের কুর্দন, অশ্লীলতা ও স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন থাকবে। ফলে চেতনার সে ইঁদুর কুটেকুটে খাবে সমূহ কল্যাণের বীজ। সূক্ষ্ম দাঁতে ছিঁড়ে ফেলবে শান্তি ও সুখের চিরন্তন সংবিধান।

গল্পের চরিত্র যদি হয় শাশ্বত সুন্দর, তাহলে চেতনা হবে স্বর্ণালী উন্নত, ভুবনজয়ী, সাম্য ও মানবতাবাদী। চরিত্রে থাকবে বেলফুলের সুবাস। হাসনাহেনার নিশিগন্ধ। থাকবে নন্দনের দ্যুতি। সত্য ও প্রেমের মঞ্জুরি। তখন চেতনার সে নার্গিস তার সুরবেহাগে মাতিয়ে তুলবে সমাজের রন্ধ্র রন্ধ্র। চাঁদের অপরূপ জোছনার মতো মুঠি মুঠি ঢেলে দিবে বিশ্বাসের সুগন্ধি। ব্যক্তির হৃদয় ও মননকে সুবাসিত করে তুলবে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভাসিয়ে নিবে শুদ্ধতার ঝরনায়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার রাসূল। আমাদের রাসূল। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বসময়ের তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের সর্বেসর্বা সে মহান ব্যক্তির আদর্শ চরিত্রে যারা নাইতে পেরেছেন, তার শিক্ষা ও দর্শনের স্বচ্ছ নদীতে যারা অবগাহন করেছেন তারা—সাহাবায়ে কেরাম। এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। পবিত্র কুরআন তাদেরকে পরিধান করিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের শোভিত মাল্য। আর যুগে-যুগে, কালে-কালে, সুদীর্ঘ সহস্রাব্দজুড়ে যারা পবিত্র ও ফুলেল সেই নববী ও সাহাবা আদর্শে আকাশসম উন্নীত হয়েছেন তারা সালাফু হাযিয়িল উম্মাহ–আমাদের আসলাফ ও আকাবীর।

ইতিহাসের সেই রাসূলমানব ও সাহাবায়ে কেরাম এবং সুদীর্ঘ কালব্যাপী ইসলামের মান্য-বরিত নক্ষত্রসম আসলাফ ও আকাবীরের জীবনের বাঁকে-বাঁকে ঘটে গেছে বহু ঘটনা। বহু সাক্ষী। কালজয়ী বহু ইতিবৃত্ত। সেসব ঘটনা ও গল্পের চরিত্র অনন্য শিক্ষায় ভরপুর। আকাশ উন্নীত ও পাহাড় অটল চেতনা ও আদর্শে

উন্নীত। যা উত্তরপ্রজন্মের হৃদয়ে বুনে দিবে চেতনা ও আদর্শের শাশ্বত চারা। সুঁই হয়ে তাদের পরানের গহীনে এঁকে দিবে বিশ্বাসের অনিন্দ্য নকশী কাঁথা। রক্তরাঙা শিমুল হয়ে থোকায়-থোকায় ফুটবে অন্তর-বাগানে। আত্মার জমিনে চাষাবাদ করবে রাশি-রাশি সোনালি শষ্য।

'ইতিহাসের সোনালি আস্তিন' একটি ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। প্রতিটি গল্পের আছে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। তবে সে চরিত্রের নির্মাতা আমি নই। কল্পনার রঙ মিশিয়ে অলীক কোন চরিত্রের অবতারণা করিনি। ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে, মহাকালের পরতে পরতে তারা দাঁড়িয়ে আছে আপন ঔজ্জ্বল্য আর দ্বিগুণ মহিমায়। আমি শুধু উপযুক্ত শব্দ জুড়ে দেবার শ্রমটুকুই করেছি—তার মতো, যে বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে তৈরি করে স্নিগ্ধ মাল্য। আমি চেয়েছি বাগানের পুষ্পিত বকুলগুলো গেঁথে-গেঁথে একটি ফুলমাল্য তৈরি করে—পাঠক আপনার গলায় পরিয়ে দিতে কেবল। বড় আনন্দের বিষয় হলো, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পের মূল চরিত্র একজন সাহাবী। প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে আরো অনেক সাহাবীর নাম। এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হাজির করেছি গল্পের মোড়কে।

বইটি প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে হৃদয়াবনত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহীয়ান প্রভুর। দরুদ-সালাম প্রেরণ করছি দূর মদীনার সবুজ গম্বুজের ছায়ায় এক আকাশ গর্ব আমার রাসূল, আমার হৃদয়-মনের মুকুট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরে। যার একজন নগণ্য অনুসারী হতে পেরে চেতনাজুড়ে সর্বদা অপার্থিব পুলক অনুভব করি। হাউজে কাউসারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তিনি সিক্ত করবেন আমার তৃষিত আত্মা—প্রার্থনা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যাদের শ্রম ও ভালোবাসার আঁচড় লেগে আছে গ্রন্থটিতে। প্রিয় বন্ধু হাবীবুল্লাহ সিরাজ—লেখক পরিচিতি লিখে ফের কৃতজ্ঞতায় ঋণী করেছেন। এটি বরাবরের মতো আমার প্রতি তার ভালোবাসা ও স্নেহের অপার নিদর্শন। বইটি প্রকাশ করেছে সময়ের আলোচিত, রুচি ও নির্মাণে দীপিত রাহনুমা প্রকাশনী। কর্ণধার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মানুষ, ইসলামী প্রকাশনা শিল্পের অন্যতম আধুনিক রূপকার মুহতারাম মাহমুদুল ইসলাম—গ্রন্থটি সৌন্দর্যের মোড়কে আবৃত করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে অসামান্য পরিশ্রম করেছেন। লেখক, প্রকাশক, প্রচ্ছদ শিল্পী, প্রুফরিডারসহ নাম জানা-অজানা আরো যাদের পরিশ্রম মেখে আছে—দয়াবান আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে অধিকতর সম্মানিত করুন। আমীন!

সূচিপত্র

সত্যের প্রজাপতি——১৩
শূন্য ওলানে দুধের ঝরনা——২৬
যেন দূর নক্ষত্র এক——৩৩
আহওয়াযের বীর——৩৮
আমি যাবই যাব——৪৩
হেসে উঠে জিন্দেগানি——৪৯
লড়ে যায় বীর——৫৫
একফালি সবুজ——৬২
নীল যমুনার চিঠি——৭৩
কিছু নেই সবই আছে——৭৯
রক্তাক্ত জায়নামাজ——৮৬
কিশোর মুজাহিদ——৮৯
বেলাশেষে ঘরে ফেরা পাখি——৯৫
চাঁদের জোছনায় একদল সৈনিক——১০৭
হামজার খুনি——১১৭
কালো মাণিক সুন্দরের অধিক——১২৬
গল্প নয় সত্যি——১৩২
যে প্রদীপ জ্বলজ্বলে——১৩৮
দেখা হয়নি নয়ন মেলিয়া——১৪২
তার কথাই সত্য হলো——১৫৭
ইতিহাসের সোনালি আস্তিন——১৬৩

ইতিহাসের সোনালি আস্তিন

সত্যের প্রজাপতি

জায়ান। পারস্যের একটি নিঝুম গ্রাম। দারুণ সুন্দর। নিপুণ পরিপাটি। অপরূপ ছায়াবীথি। শহরের বিক্ষুব্ধ কোলাহল থেকে দূরে। মুক্ত নিটোল পরিবেশ। নিরিবিলি আঙিনা। থোকা-থোকা সুন্দর তারার মতো ঝুলে আছে পুরো গাঁয়ে। আলো ঝলমলে আর বাগানবিলাসে ছাওয়া একটি শান্তিমুখর জনপদ। এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের রূপকথা।

জায়ানের আলো-বাতাসে বড় হতে থাকে একটি শিশু। শিশুটি দারুণ চটপটে আর শানিত বুদ্ধিমান। দেখতে ঠিক রাজপুত্রের মতো। চোখ দু'টো মায়া-মায়া। নিটোল। টানা টানা। সকালের নরম রোদের মতো আলতো। চেহারাজুড়ে মেখে থাকে রাজ্যের আদর। দেখলেই গাল টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। পারস্যের শিশুরা এমনই। রোদের মতো সুন্দর আর চাঁদের মতো মায়াবী।

শিশুটিকে ঘিরে ভালোবাসার অন্ত নেই বাবা-মায়ের। বুকের ভেতর সদা আগলে রাখে—পরম মমতায়। সূর্যের অকারণ রোদটুকু গায়ে মাখতে দেয় না পর্যন্ত। মাড়াতে দেয় না গ্রামের ধুলো-মাটি।

শিশুটির পিতা গ্রামের সর্দার। সজ্জন ব্যক্তি। দয়া ও করুণার হাত তার ঢের বড়। লোকে তাই দারুণ ভক্ত করে। গ্রামের ধর্মীয় কার্যাদির তদারকির দায়িত্ব তার হাতে। এসব কারণে পরিবারটির প্রতি গ্রামের মানুষের বাড়তি আগ্রহ।

ছেলেটিকে তারা সর্বদা চোখে-চোখে রাখে। বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না এক মুহূর্তের জন্য। পাছে কোনো অকল্যাণ ছুঁয়ে বসে! নজর লাগে পাড়ার দুষ্টু লোকেদের। একটু বেশি আদর-মায়া ছেলেকে ঘিরে তাদের।

দিন যায়। দিন যেতে থাকে। সপ্তাহ-মাস পেরিয়ে বছর। একে-একে কয়েকটি বছর কেটে যায়। শিশুটি ছোট থেকে বড় হয়। বুঝতে শিখে চারপাশের ভালো-মন্দের। হৃদয়ের চারাটি তরতর করে বাড়তে থাকে। ছড়াতে থাকে জ্ঞানের ডালপালা। আকাশ দেখে সে পুলকিত হয়। বৃক্ষ দেখে

কৌতূহল জাগে। চাঁদ তাকে করে তুলে দারুণ মোহাবিষ্ট। রাতের তারা-জোছনা তাকে অবাক করে। অবাক করে সুন্দরের সমূহ আয়োজন। ঘর থেকে দু'পা বাহিরে যেতে ছটফট করে ছেলেটির মন। দস্যি ছেলের মতো ঘুরে দেখতে চায় পৃথিবীর ছায়া-মায়ার রূপ। দু'পায়ে পিষতে চায় গাঁয়ের অফুরন্ত সবুজ। হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে গাঁয়ের শ্যামল প্রকৃতি। নদী তীরের শ্যামল দু'ধার।

একদিন এসে ধরা দেয় সে অপার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। এমনিতে পিতা তাকে বাহিরে যেতে দেয় না। আটকে রাখে বাড়ির সীমানার ভেতর। মায়ের নিবিড় আদর ছাড়া তার অনুভব করা হয়নি কিছুই। দেখা হয়নি বিপুলা পৃথিবীর মায়ামায়া রূপ—চক্ষু মেলে আর হৃদয়-মন উজাড় করে।

পিতার ছিল খামারের ব্যবসা। একদিন পিতা দারুণ ব্যস্ত। গাঁয়ের অদূরে পিতার খামার। একদিন পিতা ছেলেকে ডেকে বললেন, 'আমার আজ ভীষণ ব্যস্ততা। যেতে পারব না খামারে। তুমিই বরং আজ একটু দেখে এসো। কাজের লোকেরা এসেছে কিনা—দেখেই বাড়ি চলে আসবে। এদিক-সেদিক যাবে না মোটেও।'

পিতার কথায় ছেলে তো বেজায় খুশি। মহানন্দের ঢেউ খেলে গেল হৃদয়-নদীতে। মা খুলে দিলেন যত্নের বাঁধন। নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল সে দিগন্তের খোঁজে। দু'চোখ মেলে তাকাল পৃথিবীর আদিগন্ত সৌন্দর্যের দিকে। আগেও কদাচিৎ আসত বাহিরে। কিন্তু তখন সাথে থাকত পিতা। হাত দু'টি ধরে রাখতেন শক্ত করে। বাঁধা থাকত পিতার শাসনের রশি। স্বাধীনতার আনন্দ তাই অনুভব হয়নি কখনো। দু'চোখ মেলে দেখা হয়নি বিপুল পৃথিবীর রূপ। ছোঁয়া হয়নি অফুরন্ত সবুজের স্নিগ্ধতা।

আজ কেউ নেই। সে একা। মুক্ত বিহঙ্গ। স্বাধীন।

আলোর বৃষ্টিতে বিধৌত পুষ্প ভরা এক বসন্ত ভোর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। নেমে পড়ল পথে। গায়ের পুরনো মেঠোপথ। বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে প্রকৃতির। আকাশের পাখিদের মতো। দূরের গুচ্ছ সবুজ কলমির মতো। নদীর ঢেউয়ের মতো। যেন মুক্ত এক শালিক। হাঁটতে-হাঁটতে পথের দু'পাশে দেখে সবুজের অন্তহীন সারি। ফুলের শোভায় মুখরিত তার হৃদয়। ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছে। আকাশে উড়ে পাখির ঝাঁক। গাছে-গাছে ফলের মঞ্জুরি। সবুজ পাতার নিবিড় পদক্ষেপ।

চলতে-চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শিশুটি।

কী অচেনা এক সুরধ্বনি ভেসে আসছে নিকট কোথাও থেকে। আগে শুনেনি কখনো। জোছনা মর্মরিত এক অলৌকিক সুন্দর সুর। অপার্থিবতার শোভিত স্নিগ্ধতা মিশে আছে প্রতিটি ছত্রে-ছন্দে। আরো অধিকতর চৌকান্ন হয়ে কান পাতল সুরধ্বনির দিকে। দক্ষ শিকারীর মতো। মনে দারুণ কৌতূহল জাগে তার। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় সেদিকে। গিয়ে দাঁড়াল ঘরটির পেছনে—যেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছিল।

ছেলেটি শুনতে পায়–সম্মিলিত স্বরে কিছু পড়ছে তারা। নিচু আওয়াজে। গুন-গুণ করে। কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়ে গেল তার। আরেকটু এগিয়ে গেল সম্মুখে দরজার দিকে।

সেটি সাধারণ কোনো ঘর ছিল না। ছিল একটি গির্জা। গ্রামের খ্রিষ্টানরা উপাসনা করে এখানে। নদীর ধারে নিরিবিলি অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে গির্জাটি।

ছেলেটি জানে না খ্রিস্টান কী জিনিস। আর গির্জার ভেতরে তারা করেই বা কী। কারণ তার পিতা একজন অগ্নিউপাসক। পিতাকে দেখেছে সন্ধ্যায় অগ্নি জ্বালিয়ে উপাসনা করতে। পাড়ার লোকেরা ছুটে আসে তাদের বাড়িতে অগ্নির উপাসনা করতে। পিতার কাছ থেকে সে তাই শিখেছে। উত্তরাধিকারক্রমে একদিন সে হবে পূজকদলের সর্দার।

ছেলেটি এক বুক সাহস নিয়ে গির্জার ভেতর প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ হকচকিয়ে থেকে দাঁড়িয়ে রইল ঠাঁই। পুরোহিত একজন কাছে ডাকলেন ছেলেটিকে। আদর করে পাশে বসালেন। পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছে তারা এখানে এই ভর সন্ধ্যায়?'

পুরোহিত বললেন, 'আমরা উপাসনা করছি আমাদের প্রভুর।'

পুরোহিত ও উপাসকদের ব্যবহার মুগ্ধ করল ছেলেটিকে। হৃদয়ে তার শুরু হলো ফাল্গুনী সমীরণ। আন্দোলিত হতে লাগল শুকনো পাতার মতো। তার অন্তরে বইতে লাগল বসন্তের সবুজ হাওয়া। কোমল ও শীতল। উদগ্রীব হলো তাদের সাথে গীর্জায় থাকার জন্য। সে শিখবে—প্রভু-উপাসনা কীভাবে করতে হয়।

ছেলেটি তার আগ্রহের কথা অকপটে জানাল প্রধান পুরোহিতকে।

ভুলে গেল খামারের কথা। ভুলে গেল পিতার নির্দেশ। ঝাঁকের কইয়ের মতো মিশে গেল উপাসকদের সাথে। গির্জায় কাটিয়ে দিল সারাদিন।

টুপ করে সন্ধ্যা নেমে এলো চারদিকে। অন্ধকারে ছেয়ে যায় চরাচর। দূরের গ্রামগুলো ঢেকে যায় আঁধারের চাদরে। ছেলেটির মনে পড়ে বাড়ির কথা। পিতার আদেশের কথা। বাড়ি ফেরার কথা ভাবে। ফেরার আগে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করে, 'এ ধর্মের উৎস কোথায়?

—শামে। পুরোহিত জবাব দেয়। কথা বলার সময় পুরোহিতের মুখ থেকে ঝরে পড়ে গাম্ভীর্যের বৃষ্টি। তারার আলোর মতো এক গভীর অর্থ বহন করে পুরোহিতের কথা।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বিস্তীর্ণ রাত নেমে আসে দিগন্ত বেয়ে। পথে-পথে দেখে জোনাকির খেলা। নেভে আর জ্বলে। জ্বলে আর নেভে। এক অদ্ভুত সুন্দর। মাথার উপরে আকাশে উঠেছে সুন্দর গোলাকার চাঁদ। তার আলো ঝরে পড়ছে গাঁয়ের উপর। পথের দুপাশের সবুজ বীথিকার উপর জোছনার অপরূপ নাচন। আলোকিত করছে পথ-ঘাট। এর আগে ছেলেটি কখনো সবুজ খেতের উপর জোছনার ঢেউ দেখেনি। হাঁটতে-হাঁটতে তার মনে পড়ে গীর্জার পুরোহিতের কথা। 'এসবের পেছনে আছেন একজন। যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল কিছু—এ অনন্ত বিশ্বচরাচর।'

এদিকে পিতা বাড়িতে ছেলের অপেক্ষা করছে। ভাবছে—একা পাঠানো ঠিক হয়নি তার। নানান দুশ্চিন্তায় মলিন হয়ে যায় তার মুখ। হঠাৎ দেখে, ছেলে তার বাড়ি ফিরছে। আগলে ধরে বুকে। জানতে চায়, কোথায় ছিল সারাদিন? খামারে গিয়েছিল কিনা?

এক সিকি মিথ্যা বলেনি ছেলেটি। শিশুসুলভ সততায় সে পিতাকে বলে দিল অকপটে।

—'না, খামারে যাইনি। পথের ধারে ওই যে গির্জাটি রয়েছে সেখানে গিয়েছি। সারাদিন তাদের সাথেই কাটিয়েছি। উপাসনা করেছি।'

ছেলের কথায় মাথায় আগুন ধরে যায় পিতার। রাগে অগ্নিশর্মা ধারণ করে। মুহূর্তে ভুলে যায় স্নেহের কথা। ভালোবাসার কথা। মায়ার কথা। দীর্ঘদিনের আদর রূপ নেয় ক্ষোভে। ছেলে ধর্মান্তরিত হয়েছে এ যেন কিছুতেই মানা যায় না।